সেরেনার ম্যাচ বয়কটের ডাক অফিসিয়ালদের

নিউ ইয়র্ক, ১২ সেপ্টেম্বরঃ এই মুহূর্তে বিশ্ব টেনিসে অন্যতম অভিজ্ঞ আম্পায়ার হিসেবে সুবিদিত কার্লোস রামোস। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে তাঁর সিদ্ধান্তে রুষ্ট হয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন টেনিস মায়েস্ত্রো সেরেনা উইলিয়ামস। ফাইনালে কিছু সিদ্ধান্ত তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ায় রামোসকে 'মিথ্যুক' এবং 'চোর' বলতেও পিছপা হননি সেরেনা। এমনকি ম্যাচ চলাকালীন লিঙ্গবৈষম্যের মত গুরুতর অভিযোগ তুলে রামোসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মার্কিনি টেনিস তারকা। এতেই বেজায় ক্ষুব্ধ ম্যাচ অফিসিয়ালদের একটি গোষ্ঠী। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সেরেনার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মোটেই ভাল চোখে নেননি তারা। তাই যতদিন না সেরেনা তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করছেন, ততদিন সেরেনার কোন ম্যাচে হটসিটে বসবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। গত শনিবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে জাপানি খেলোয়াড় নাওমি ওসাকা'র মুখোমুখি হয়েছিলেন সেরেনা। ছ'বারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন সেরেনাকে সেই ম্যাচে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে প্রথম গ্র্যান্ডস্লাম জয়ের স্বাদ নেন ওসাকা। কিন্তু ম্যাচ চলাকালীন কোর্টে নিজের সেরাটা দিতে না পারার কারণে সেরেনার কিছু অভিব্যক্তি এবং র‍্যাকেট ভেঙে ফেলার মত ঘটনা গেমের প্রোটোকলের বিরুদ্ধে যায়। যা ভালভাবে নেননি ম্যাচ আম্পায়ার কার্লোস রামোস। ফলে দ্বিতীয় সেটে সেরেনার বিপক্ষে তিন তিনবার কোড ভায়োলেন্স সহ একটি গেম পেনাল্টির নির্দেশ দেন বছর সাতচল্লিশের ওই আম্পায়ার। আর তাতেই বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন 'সুপার মম' সেরেনা। লিঙ্গবৈষম্যের অভিযোগ তুলে হটসিটে বসে থাকা রামোসকে তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দেন ২৩টি গ্র্যান্ডস্লামের মালকিন। এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র টেনিস অ্যাসসিয়েশন সেরেনাকে ১৭ হাজার ইউ এস ডলার জরিমানা করে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে সেরেনাকে সমর্থন করেছে যুক্তরাষ্ট্র টেনিস অ্যাসসিয়েশন এবং মহিলা টেনিস আসসিয়েশন। তবে অনভিপ্রেত এই ঘটনায় টেনিস অফিসিয়াল মহলের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন মার্কিনি টেনিস তারকা। তাই সেরেনার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুধুমাত্র জরিমানাতেই থেমে থাকেনি। ম্যাচ অফিসিয়ালদের মতে, 'গেমের সমস্ত নিয়মাবলী এবং শর্তানুযায়ী রামোস নিজের কাজটি করে গিয়েছেন। আর তাতেই সেরেনার ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছেন তিনি।' আম্পায়ারদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এই ঘটনা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। তাই এই ঘটনার জন্য অবিলম্বে সেরেনাকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে ওই অফিসিয়াল গোষ্ঠীর তরফ থেকে। নইলে ভবিষ্যতে সেরেনার কোন ম্যাচে আম্পায়ারের হটসিটে বসবেন না তারা।

ইতিহাস মিতালির

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ অধিনায়ক হিসেবে একগুচ্ছ রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে আগেই ছিল। এবার মুকুটে আরও একটি নয়া পালক যুক্ত মিতালি রাজের। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ওয়ানডে ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড গড়লেন তিনি। এবার এভাবে বিশ্বই মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে নাম লেখালেন ভারতীয় তারকা। মঙ্গলবারই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই নয়া মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন মিতালি। দলের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত মোট ১১৮টি ওয়ানডে ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। টপকে গেলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক শার্লট এডওয়ার্ডকে। যিনি ১১৭টি ওয়ানডে ম্যাচের ক্যাপ্টেন ছিলেন। মিতালির অধিয়ানকত্বে ভারতীয় প্রমিলাবাহিনী জিতেছে মোট ৭২টি ম্যাচ। ৪৩টি ম্যাচে পরাস্ত হয়েছেন। জয়ের গড় ৬২.৬০। দেশের জার্সি গায়ে ১৯৫টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তাঁর দুর্দান্ত কেরিয়ার আরও উজ্জ্বল হয়েছে বিশ্বকাপে। তাঁর নেতৃত্বেই দু'বার ভারতীয় মহিলা দল পৌঁছেছিল বিশ্বকাপের ফাইনালে। ২০০৫ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাস্ত হয়েছিল দল। এক যুগ পর গত বছর ফের বিশ্বজয়ী হওয়ার হাতছানি ছিল মিতালি এন্ড কোম্পানির সামনে। দুরন্ত পারফর্ম করেও শেষমশে ইংল্যান্ডের কাছে হারে ভারত। তবে বিশ্বমঞ্চে ভারতের সেই সাফল্য এ দেশে মহিলা ক্রিকেটের চেহারাটা অনেকখানি পালটে দিয়েছিল।

এল সালভাদরকে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল

ম্যারিল্যান্ড, ১২ সেপ্টেম্বরঃ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করালেন দারুণ খেলা নেইমার। জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নেমেই জোড়া গোল করলেন রিশার্লিসন। তাতে এল সালভাদরকে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডে বুধবার সকালে ৫-০ গোলে জিতে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শুরুতে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর তিন

সতীর্থের গোলে অবদান রাখেন অধিনায়ক নেইমার। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ার পর তিতের দলের এটা টানা দ্বিতীয় জয়। তিন দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল ব্রাজিল। ফিফা রাঙ্কিংয়ের ৭২তম স্থানে থাকা দলের বিপক্ষে জয় নিয়ে মোটেও ভাবতে হয়নি ব্রাজিলকে। ম্যাচের শুরুর দিকে অল্প সময়ের মধ্যে দুই গোলে এগিয়ে যায় তারা। চতুর্থ মিনিটে নেইমারের সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। রিশার্লিসন প্রতিপক্ষের ডি বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। আর ষোড়শ মিনিটে নেইমারের পাস ডি'বক্সে পেয়ে দুর্দান্ত বাঁকানো শটে জাল খুঁজে নেন এভারটন ফরোয়ার্ড রিশার্লিসন। তিন দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতা ম্যাচেও পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেছিলেন নেইমার। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার গোল হলো ৫৯টি। ব্রাজিলের হয়ে তার চেয়ে বেশি গোল আছে কেবল রোনাল্ডো (৬২) ও পেলের (৭৭)। পাঁচ মিনিট পর নেইমারের জোরালো শট ক্রসবারে বাধা পায়। ৩০তম মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে ব্যবধান আরও বাড়ান কৌতিনিয়ো। বাঁ-দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠা নেইমার অনেকটা দৌড়ে একজনকে কাটিয়ে বল বাড়ান ডান দিকে। আর ডি'বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে বল ঠিকানায় পাঠান বার্সেলোনা মিডফিল্ডার। জায়গা থেকে নড়ার সুযোগ পাননি গোলরক্ষক। বিরতির আগে ব্যবধান আরও বাড়াতে পারতেন নেইমার। বল পায়ে একা ডি'বক্সে ঢুকে পড়েন পিএসজি ফরোয়ার্ড, তাকে আটকাতে গিয়ে পড়ে যান গোলরক্ষক কিন্তু ফাঁকা জাল পেয়েও সুবর্ণ সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেন রিশার্লিসন। ডি'বক্সে প্রতিপক্ষের ট্যাকলে কৌতিনিয়ো পড়ে গেলে আলগা বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে কাছের পোস্ট ঘেঁষে লক্ষ্যভেদ করেন ২১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। আর নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে নেইমারের কর্নার থেকে হেডে সালভাদরের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন পিএসজির ডিফেন্ডার মার্কিনিয়োস। পুরো ম্যাচে একবারের জন্যও ব্রাজিলের গোলরক্ষক নেতোকে পরীক্ষা ফেলতে পারেনি সালভাদর।

ট্রফি জয়ে 'পুত্রসন্তান' লাভের আনন্দ টুটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ ২০০৯ শেষবার সংগ্রাম মুখার্জির নেতৃত্বে কলকাতা লিগ জিতেছিল মোহনবাগান। এরপর টানা আটবছর ট্রফি জয়ের স্বাদ ছিল অধরা। গত মরসুমে তীরে এসেও ডুবেছিল সবুজ-মেরুন তরী। সংগৃহীত পয়েন্ট সমান হলেও স্রেফ গোলপার্থক্যের নিরীখে লিগ হাতছাড়া করতে হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের কাছে। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। কাস্টমসকে ২-০ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই চলতি মরশুমের কলকাতা লিগ জয় নিশ্চিত করল মোহনবাগান। লাল-হলুদ মশাল নিভিয়ে অনেকবছর পর লিগের রঙ ফের সবুজ-মেরুন। আনন্দে উদ্বেলিত বাগানের সভ্য-সমর্থকরা। ময়দানের সব পথ যেন আজ গিয়ে মিশেছে গোষ্ঠ পাল সরণির তাঁবুতে। তবে শুধু সমর্থকরাই নন, বাগানের এই লিগ জয়ের আনন্দে সামিল ক্লাবের কর্মকর্তারাও। কয়েকদিন আগেই গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত ছিল যে সবুজ-মেরুন তাঁবুর অন্দরমহল, সেখানেই যেন আনন্দের রোশনাই। বহু প্রতীক্ষার ফসল ক্লাবের এই লিগ জয়। আটবছর পর ট্রফি জয় আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে বাগান তাঁবুতে। সবুজ-মেরুন গ্যালারিতে আজ যথার্থই অকাল দিওয়ালি। আট বছর পর মোহনবাগানের লিগ জয়ে উচ্ছ্বসিত টুটু বসু। খাতায় কলমে এই মুহূর্তে মোহন সভাপতি না থাকলেও দলের জয় এখনও সমানভাবে উপভোগ করেন তিনি। প্রথমার্ধের খেলা শেষেই তিনি লিগ জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিরতিতেই লিগ জয় নিয়ে তাঁর রসিক প্রতিক্রিয়া, 'আট বছর হল বিয়ে হয়েছে। এতদিন পর একটা ছেলে হল।' বাগানের এই লিগ জয় যে বহু প্রতীক্ষার ফসল, তা টুটু বসুর কথায় স্পষ্ট।

গ্যালারি জুড়ে বাগান সমর্থকদের যে উল্লাস, সেটাকেই লিগ জয়ের আসল সেলিব্রেশন বলে মনে করেন তিনি। আর দলের এই লিগ জয় যে তিনি পরিবারের ক্ষুদে সদস্যদের সঙ্গে রাতে ডিনারের টেবিলেই সেলিব্রেট করবেন তাও জানাতেও ভোলেননি বাগানের বহু যুদ্ধের কাণ্ডারি। শেষে মোহনবাগান সমর্থকদের উদ্দেশ্যে টুটু বসু বলেন, 'বরাবর যে কথাটা বলে আসছি সমর্থকদের, আজ আরও একবার সেটাই বলব। ঘটিরা যেন বাঙালদের থেকে এগিয়ে থাকে সবসময়।' অন্যদিকে সচিব অঞ্জন মিত্র'র কথায়, 'সমর্থকদের ধৈর্য্য ধরতে বলেছিলাম। এই লিগ জয় তাঁদের সেই ধৈর্য্যের ফসল। আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। মোহনবাগান কখনও বিশ্বাস হারায় না। সেটা প্রতিষ্ঠিত হত আরও একবার।'

সিরিজ হেরেও শীর্ষেই ভারত

লন্ডন, ১২ সেপ্টেম্বরঃ বুধবার টেস্ট সিরিজে ১-৪ ব্যবধানে হেরে ইংল্যান্ডের কাছে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে ভারতকে। তবে এই হারে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থানগত কোনও পরিবর্তন হল না কোহলি ব্রিগেডের। ইংল্যান্ডের কাছে সিরিজ খোয়ালেও ১১৫ পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই রইল তারা। তবে টেস্ট সিরিজ হারের ফলে ১০ পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে কোহলিদের। অন্যদিকে পাঁচ নম্বরে থেকে সিরিজ শুরু করা ইংল্যান্ড এক ধাপ এগিয়ে এখন চার নম্বরে। ভারতকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে ৮টি মূল্যবান পয়েন্ট ঝুলিতে এসেছে রুটদের। ৯৭ থেকে বেড়ে তাঁদের পয়েন্ট এখন ১০৫। একই পয়েন্ট (১০৬) নিয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয়স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে এখনও ৯ পয়েন্ট এগিয়ে কোহলিরা। থ্রি লায়ন্সদের থেকে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ নীচে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। সদ্য প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে তারা। ওভালে পঞ্চম তথা শেষ টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ১১৮ রানে পরাজিত হয়েছে ভারত। ৪৬৪ রানের বিশাল রান তাড়া করতে নেমে ৩৪৫ রানেই শেষ হয়ে ভারতের ইনিংস। লোকেশ রাহুল এবং ঋষভ পন্তের জোড়া শতরানও হার বাঁচাতে পারেনি দলের। তবে এই হারে হতাশ নন ভারত অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে গতকাল তিনি জানান, 'ফলাফল দিয়ে আমাদের পারফরম্যান্স বিচার করলে ভুল হবে।' এমনকি এই দলে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করারও পক্ষপাতী নন তিনি। ম্যাচ হারলেও চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছেন দুই ভারতীয় ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল এবং ঋষভ পন্ত।

অ্যান্ডারসনকে ৬০০ উইকেটের চ্যালেঞ্জ ম্যাকগ্রার

লন্ডন, ১২ সেপ্টেম্বরঃ ৫৬৩ উইকেট, টেস্ট ক্রিকেটে এতদিন এটাই ছিল কোনও স্পিডস্টারের সর্বোচ্চ শিকার। ১৯৯৩ থেকে ২০০৭, এই ১৪ বছরে ওয়ালশ, অ্যাম্ব্রজ, কপিল দেব, রিচার্ড হেডলি, ইমরান খানের মতো কিংবদন্তিদের একে একে পিছনে ফেলে টেস্ট ক্রিকেটে পেস বোলার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলেন অজি কিংবদন্তি গ্লেন ম্যাকগ্রা। লাল বলের ক্রিকেটে ম্যাকগ্রার এই কৌলিন্য অটুট থাকল দীর্ঘ ১১ বছর। কিন্তু, মঙ্গলবার ওভালে সেই শৃঙ্গ টপকে নতুন মাইলস্টোন গড়লেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটের 'জেমস বন্ড' জিমি অ্যান্ডারসন। বার্মিংহ্যাম, লর্ডস, এজবাস্টন, নটিংহাম, ওভাল-পাঁচ টেস্টে সব মিলিয়ে এই ব্রিটিশ স্পিডস্টারের ঝুলিতে এসেছে ২৪ উইকেট। ওভালে মহম্মদ শামির উইকেট তুলে নিয়ে টেস্ট জেতার সঙ্গেই 'ম্যাকগ্রা শৃঙ্গ' জয় করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, তাঁক ছুঁয়ে ফেলায় জেমস অ্যান্ডারসনকে আগেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ম্যাকগ্রা। এবার তাঁর রেকর্ড ভেঙে জিমি নতুন উচ্চতা তৈরি করায় আরও খুশি এই অগ্রজ কিংবদন্তি। জেমস অ্যান্ডারসনের সুইংয়ের প্রশংসা করে তিনি বলেন, জিমির প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরেই ও বিশ্বমানের পারফরম্যান্স দিয়ে আসছে। ১৪০ ম্যাচ, দিনের পর দিন ওর পারফরম্যান্সে উন্নতি হয়েছে এবং ও শীর্ষে উঠে এসেছে। ও (অ্যান্ডারসন) ৬০০ উইকেটের বাঁধ টপকাতে পারলে সেটাও হবে অবিশ্বাস্য সাফল্য ।

আর্জেন্টিনাকে রুখে দিল কলম্বিয়া

কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করতে বাকি রাখেনি আর্জেন্টিনা। কিন্তু কলম্বিয়ার জমাট রক্ষণ কোনোভাবেই ভাঙতে পারেনি দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। লিওনেল স্কালোনির শিষ্যদের রুখে দিয়েছে কলম্বিয়া।

নিউ জার্সি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বুধবার ভোরে শুরু হওয়া ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। গুয়াতেমালাকে হারানো দল থেকে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনেন আর্জেন্টিনার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ স্কালোনি। শুরু থেকে খেলেন মাউরো ইকার্দি। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামেন পাওলো দিবালা। গনসালো মার্তিনেস, ইকার্দি ও মাক্সিমিলিয়ানো মেসায় গড়া আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগ শুরু থেকে চেপে ধরে কলম্বিয়াকে। দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রচেষ্টাগুলো ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক দাভিদ অসপিনা। প্রথম ২৪ মিনিটে আর্জেন্টিনা লক্ষ্যে শট নেয় তিনটি। ২৭তম মিনিটে প্রথম ফ্রাঙ্কো আরমানিকে পরীক্ষায় ফেলতে পারে কলম্বিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে দিবালা মাঠে আসার পর আক্রমণের ধার বাড়ে আর্জেন্টিনার। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার জিওভানি লো সেলসোর জায়গায় মাঠে আসেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্রিস্তিয়ান পাভোন। তার ক্রসে ৭২তম মিনিটে একটুর জন্য মাথা ছোঁয়াতে পারেননি ইকার্দি। ৮১তম মিনিটে একটুর জন্য তাগলিয়াফিকোর ক্রসের নাগাল পাননি ইন্টার মিলান ফরোয়ার্ড ইকার্দি। বাকি সময়ে কোনো দলই তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি।

মদ্রিচ-রাকিটিকদের লজ্জার রেকর্ড

উয়েফা নেশনস লিগে কাল রাতে ক্রোয়েশিয়াকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে স্পেন। গত বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টদের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হার। স্পেনের হয়ে দারুণ খেলেছেন মার্কো এসেনসিও। ছয় গোলের মধ্যে পাঁচটিতেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ তারকার।

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ সেপ্টেম্বরঃ রাশিয়া বিশ্বকাপ শেষ হলো দেড় মাসের বেশি সময়। কিন্তু অল্প এই ক'দিনে ক্রোয়েশিয়া ও স্পেন দল ঠিক যেন বিপরীত অবস্থানে চলে এলো। গোলের চেয়ে বেশি ব্যবধানে হারেনি ক্রোয়েশিয়া। সবচেয়ে বেশি গোল হজমের রেকর্ড ছিল পাঁচটি-২০০৯ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (৫-১)।

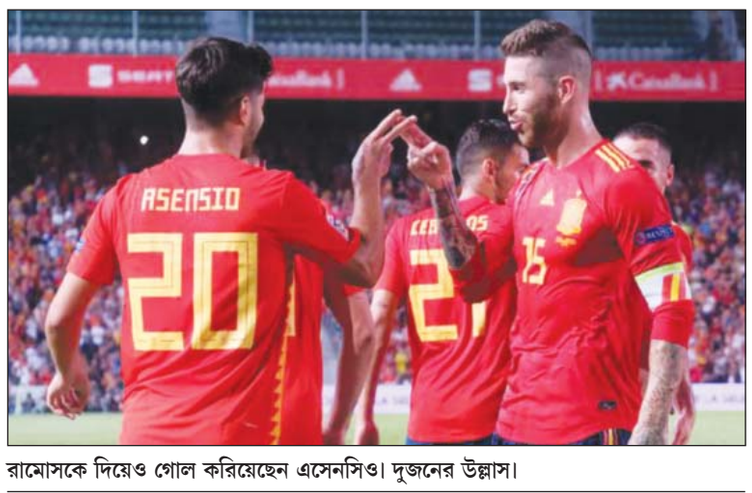

রামোসকে দিয়েও গোল করিয়েছেন এসেনসিও। দুজনের উল্লাস।

ফিফা বর্ষসেরার সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা মদরিচও ঠেকাতে পারেননি এত বড় ব্যবধানের হার।

বিশ্বমঞ্চের ফাইনাল খেলা ক্রোয়েশিয়া ও শেষ ষোলো থেকে ছিটকে যাওয়া স্পেন মুখোমুখি হয়েছিল উয়েফা ন্যাশনস লিগে। যেখানে মদ্রিচ-রাকিটিকদের লজ্জাই দিল লা রোহারা।

অবিশ্বাস্য রাত? সে তো বটেই। দুই দলের জন্যই গতকাল রাতটা ছিল স্রেফ অবিশ্বাস্য। গত বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ক্রোয়েশিয়া যেমন এমন হার কল্পনাও করেনি তেমনি স্পেনও কী ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিল, এত বড় জয় ধরা দেবে? জয়ের ব্যবধানটা ৬-০। ভুল পড়েননি। স্পেনের কাছে বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টরা এত বড় ব্যবধানেই হেরেছে! বিশ্বকাপ ফাইনালের পর উয়েফা নেশনস লিগে এটিই ছিল ক্রোয়াটদের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। আর এই ম্যাচেই তাঁদের দেখতে হলো নিজেদের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হার! এর আগে কখনোই চার

কিন্তু কাল উয়েফা নেশনস কাপে ঘরের মাঠে ক্রোয়েশিয়াকে নতুন 'ইতিহাস গড়তে' বাধ্য করেছে স্পেন। আর সেখানে ক্রোয়াটদের এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল বলতে গেলে মার্কো এসেনসিও একাই লিখেছেন। এ দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কাল রাতটি যদি কারও জন্য সত্যিকার অর্থেই অবিশ্বাস্য হয়ে থাকে তবে সেটি এই স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের বেলায় প্রযোজ্য। স্পেনের ছয় গোলের মধ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে পাঁচটি গোলেই! ২২ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নিজে এক গোল করেছেন পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও তিন গোল। আর একটি গোলও তাঁর নামের পাশে যোগ হতো। যদি না বুলেট গতির শট গোলরক্ষক কালিনিচের গায়ে লেগে জালে জড়াত! কালিনিচের গায়ে লাগায় ওটা হয়েছে আত্মঘাতী। রদ্রিগো, সার্জিও রামোস আর ইসকোকে দিয়ে বাকি তিনটি গোল করিয়েছেন এসেনসিওই।

গোটা ম্যাচে এসেসিওর পরিসংখ্যান চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো-এক গোল, তিনটি 'অ্যাসিস্ট', তিনটি শট, ৫৯টি সফল পাস (৬২ পাসের মধ্যে), বল কেড়েছেন ৬ বার আর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পাস স্পেনের প্রথম গোলটিতে শুধু এসেনসিওর কোনো অবদান নেই। ২৪ মিনিটে দানি কারভাহালের ক্রস থেকে হেডে ক্রোয়াটদের জাল খুঁজে নেন সাউল নিগুয়েজ। ৯ মিনিট পরই ২৫ গজ দূর থেকে বুলেট গতির শটে ব্যবধান বাড়ান এসেনসিও। স্পেনের জার্সিতে এটাই তাঁর প্রথম গোল।

দুই মিনিট পর এসেনসিও আরও একটি গোল পেতে পারতেন। বাম প্রান্ত থেকে নেওয়া তাঁর শট ক্রসবারের নিচে লেগে ক্রোয়াট গোলরক্ষক কালিনিচের পিঠ ছুঁয়ে জালে জড়ায়। এই গোলের পুরো অবদানটুকু এসেনসিও'র হলেও তা খাতায় লেখা হয় আত্মঘাতী গোল হিসেবে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ৪ মিনিটে এসেনসিও'র পাস থেকে বলটা কালিনিচের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে জালে চালান করে দেন রদ্রিগো। ৪-০ গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। এরপর ৫৭ মিনিটে কর্নার থেকে রামোসকে আর ৭০ মিনিটে ইসকোকে পাস দিয়ে গোল করান রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা। বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে হার মানা ক্রোয়েশিয়াকে এ ম্যাচে বলতে গেলে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। লুকা মদরিচ, ইভান রাকিটিক, ইভান পেরিসিচরা ছিলেন ম্যাচের শুরু থেকে। দেশের হয়ে এটি ছিল রাকিটিকের শততম ম্যাচ। নিঃসন্দেহে তিনি ম্যাচটি ভুলে যেতে চাইবেন। লুই এনরিকের শিষ্যরা যেখানে ৭১ শতাংশ বল দখলে রেখেছে ক্রোয়াটরা সেখানে মাত্র ২৯ শতাংশ। স্পেনের ৭টি শটের জবাবে মাত্র ১টি শট নিতে পেরেছে জ্লাতকো দালিচের শিষ্যরা। উয়েফা ন্যাশনস লিগে এ নিয়ে দুই ম্যাচেই জয় তুলে নিল স্পেন। এই টুর্নামেন্টে 'এ' লিগের চার নম্বর গ্রুপে শীর্ষ দলও স্পেন। এনরিকের শিষ্যদের পেছনে ইংল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়া।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 9874301615